আহলে হাদীস আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ)

মূল্য : দুই টাকা মাত্র।

প্রকাশক :
ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী,
সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে
আহলে হাদীস,
১৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা—১১০০
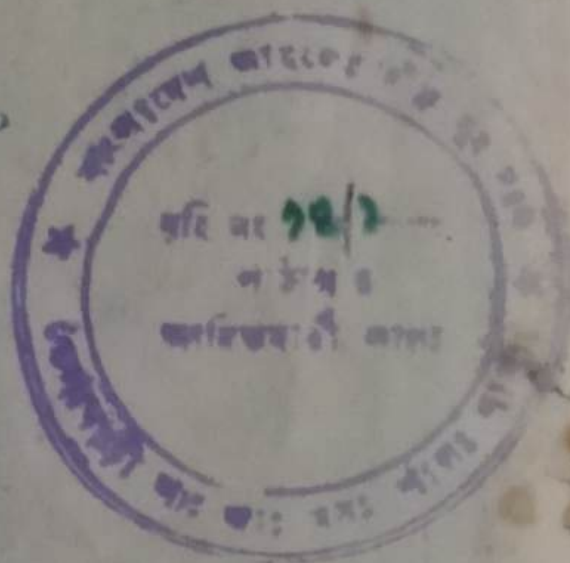
তৃতীয় সংস্করণ : ১০০০০
রবিউস সানী, ১৪১৩ হিঃ
কার্তিক, ১৩৯৯ সাল
অক্টোবর, ১৯৯২ খৃঃ

মুদ্রণে :
এম, এ, বারী
আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
১৮, নওয়াবপুর রোড,
ঢাকা—১১০০

بسم الله الرحمن الرحيم

আহলে হাদীস আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

'আহলে হাদীসে'র পরিচয় সম্পর্কে সর্বপ্রথম ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, আহলে হাদীস' কোন মযহব বা ফির্কার নাম নয়। পৃথিবীতে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যা যতই অধিক হউক না কেন, সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিলে ইহা প্রতীয়মান হবে যে, মযহব, দল, ফির্কা অথবা পার্টির আদর্শ ও কর্মসূচী ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও রূপায়িত হইয়াছে এবং উদ্ভাবক ও প্রতিষ্ঠাতাকে আশ্রয় করিয়াই উক্ত ফির্কা ও মযহবের উত্তরকালে বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটিয়াছে। রাজনৈতিক ও মযহবী ফির্কাবন্দীর ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের কেন্দ্রত্ব ও প্রাধান্য এরূপ অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে যে, ফির্কা বা পার্টির অন্তর্ভূক্ত কোন ব্যক্তি, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও কর্মসূচীর অনুসরণের দিক দিয়া যতই অগ্রগণ্য হউক না কেন, ফির্কার ইমাম এবং পার্টির নেতার পুরাপুরি ভক্ত ও অনুগত না হওয়া পর্যন্ত তাহার নিষ্ঠা ও কর্ম-তৎপরতার কোন মূল্যই স্বীকৃত হয় না। পক্ষান্তরে আদর্শ-নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার অপেক্ষা ফির্কাবন্দীর ইতিহাসে দলীয় নেতার আনুগত্য এবং অন্ধ অনুসরণ অর্থাৎ 'তক্লীদ'কেই অধিকতর মূল্যবান স্বীকার করা হইয়াছে। কালক্রমে দলপতির ভ্রম প্রমাদগুলির ফির্কা পরস্তের দল একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকে এবং দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচীর সহিত দলপতির ব্যক্তিগত উক্তি ও আচরণের সংঘর্ষ ঘটিলে অন্ধ ভক্তের দল নেতার উক্তি ও আচরণকেই উর্ধে স্থান দান করে। ইহার শেষ পরিণতি স্বরূপ আদর্শ ও কর্মের সমুদয় নিষ্ঠা ও তৎপরতার পরিবর্তে দলীয় অহমিকতা, গোঁড়ামী ও অনুদারতাই ফির্কার সমুদয় কার্যকলাপকে অধিকার করিয়া বসে।

একথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবেনা যে, উম্মতের অন্তর্ভূক্ত কোন ইমাম, দরবেশ অথবা কূটনীতিবিশারদকে আশ্রয় ও কেন্দ্র করিয়া 'আহলে হাদীস আন্দোলনে'র ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই। বিভিন্ন ফির্কার অন্তর্ভূক্ত মুসলমানগণ রসূলুল্লাহর (দঃ) সার্বভৌম নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও কার্যতঃ উম্মতের অন্তর্ভূক্ত কোন না কোন ব্যক্তির নিজস্ব মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যাখ্যা অথবা উদ্ভাবিত কর্মপন্থার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন কিন্তু আহলে হাদীসগণ রসূলুল্লাহর (দঃ) একচ্ছত্র নেতৃত্ব ব্যতীত উম্মতের অন্তর্ভূক্ত কোন মহাপুরুষের উদ্ভাবিত আকীদা ও সিদ্ধান্তকে আহলে হাদীসগণের আকীদা এবং মযহব রূপে গ্রহণ করেন নাই। এমন কি সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্য হইতেও কোন মাননীয় পুরুষকে আহলে হাদীসগণ অভ্রান্ত ও মাসুম স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাকে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেন নাই। আহলে হাদীসগণ সাহাবা, তাবেয়ীন, মহামতি ইমাম চতুষ্টয় এবং পরবর্তী যুগের সমুদয় মহামণীষী এবং বিদ্যার্থীকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিলেও জ্ঞানের মুক্তি এবং যুক্তির স্বাধীনতাকে প্রলয়কাল পর্যন্ত সমুদয় যোগ্য এবং উপযুক্ত নর নারীর জন্য অবারিত রাখিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধিকে একমাত্র আল্লাহ এবং তদীয় রসূল (দঃ) এবং উম্মতের সমুদয় বিদ্বানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোন নেতা বা মহাপণ্ডিতের পদতলে সমর্পণ করিতে মুহূর্তের তরেও প্রস্তুত নহেন।

শুধু এইটুকুই নয়, আহলে হাদীস অন্দোলনের মূলনীতি **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ** অনুসারে আহ্‌লে হাদীসগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিয়, অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী ও ব্যবস্থাপকরূপে আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং মনুষ্যশ্রেণীর মধ্য হইতে শুধু তদীয় রসূলের (দঃ) অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য। যাহারা উল্লিখিত নীতিসমূহ মান্য করিতে প্রস্তুত নহেন

তাঁহাদিগকে আহ্‌লে হাদীসরূপে গণ্য করা যেরূপ অন্যায়, তাঁহাদের আহ্‌লে হাদীস হইবার দাবীও তদ্রূপ অর্থহীন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা অন্যান্য দল ও ফির্কার সংগে আহ্‌লে হাদীস আন্দোলনের নামও এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আহ্‌লে হাদীস মতবাদ ও উহার আন্দোলনের পটভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

আহ্‌লে হাদীস মতবাদের কতিপয় প্রধান বৈশিষ্ট্য

এরূপ প্রশ্ন কাহারো মনে উদিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, কোরআন ও সুন্নাহর একচ্ছত্র আধিপত্য ও অধিনায়কত্ব প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠা করা কি শুধু আহ্‌লে হাদীস আন্দোলনেরই বৈশিষ্ট্য? এই প্রশ্নের জওয়াবে আমরা সসম্মানে দৃঢ়তার সহিত এই কথাই বলিব যে বাস্তবিকই একমাত্র আহ্‌লে হাদীসগণই কোরআন ও সুন্নাহর বিজয় পতাকার ধারক ও বাহক। আহ্‌লেসুন্নত ফির্কাগুলির সকলেই কোরআন ও সুন্নাহর প্রাধান্য নীতিগত ভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহাদের নেতা ও ইমামগণের সিদ্ধান্তগুলিই কার্য্যতঃ তাঁহাদের কাছে প্রকৃত অনুসরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যে দলের যিনি মাননীয় ইমাম, তাঁহার কোন উক্তি ও সিদ্ধান্ত রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের পরিপন্থী হইলেও উক্ত ইমাম বা নেতার নামে যে দলটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহারা কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশের সরাসরি অনুসরণের পরিবর্তে তাঁহাদের নেতার উক্তিরই অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং নেতার সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হাদীসের পরোক্ষ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন এবং যেভাবেই হউক রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া স্বীয় নেতার সিদ্ধান্তের সহিত সুসমঞ্জস করিতে সচেষ্ট থাকেন, অথচ একটি স্থানেও তাঁহারা তাঁহাদের নেতার সিদ্ধান্ত বর্জন করিয়া রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হন না। পক্ষান্তরে নেতার পরিগৃহীত কোন হাদীস তহকীক ক্ষেত্রে দুর্বল বা অপ্রমাণিত সাব্যস্ত হইলেও তাঁহারা উহা পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর বলিষ্ঠ প্রামাণ্য হাদীস গ্রহণ করিতে

চান না। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে নেতার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকেই ভিত্তি করিয়া তাঁহারা 'কিয়াস' বা উপমান পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন মসআলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন।

কিন্তু আহ্‌লে হাদীস মতবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) সার্বভৌম অধিনায়কত্ব এবং তাঁহার হাদীসের আনুগত্য চুল পরিমাণও অতিক্রম করিয়া যাওয়া আহ্‌লে হাদসগণের নীতি বিরুদ্ধ। কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের মুকাবিলায় কোন মহাবিদ্বান, আইন-শাস্ত্রবিদ ও শক্তিমান শাসনকর্তার উক্তি ও নির্দেশ মান্য করা আহ্‌লে হাদীস আকীদা অনুসারে অবৈধ ও মহাপাপ। বলিষ্ঠতর হাদীসের সমকক্ষতায় দুর্বল হাদীসের অনুসরণ করা আহ্‌লে হাদীসগণের রীতি বিরুদ্ধ। আমাদের এই দাবীর অকাট্য প্রমাণ এই যে, পৃথিবীর সমুদয় মযহবী ফির্কা তাঁহাদের মসআলাগুলি বিশেষ ভাবে সংকলিত করিয়া পৃথক পৃথক ফিকহগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি দল তাহাদের নিজেদের দলীয় মসআলার গ্রন্থগুলিকে নিজেদের গ্রন্থরূপে এবং অপরাপর দলের পুস্তকগুলিকে ভিন্ন মযহবের কিতাবরূপে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত আহ্‌লে হাদীস-গণের যেরূপ কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সর্বাধিনায়ক বা ইমাম নাই, সেইরূপ আহ্‌লে হাদীস বিদ্বানগণ রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীস গ্রন্থ ব্যতীত কোন বিদ্বান ও মহাপণ্ডিতের লিখিত পুস্তককে নিজের গ্রন্থরূপে স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের চয়ন, সংকলন, সম্পাদন, ব্যাখ্যা ও আলোচনা ব্যতীত কোন ইমাম বা নেতার সিদ্ধান্তগুলিকে সংকলিত করিয়া এবং উপমান প্রণালীর সাহায্যে সেগুলিকে ভিত্তি করিয়া নূতন মসআলা রচনা করার কার্যে কদাচ প্রবৃত্ত হন নাই।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

এই মতবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার স্থিতি-স্থাপকতা গুণ। বিভিন্ন ফির্কা ও দলের ন্যায় আহ্‌লে হাদীস আন্দোলন মানব সমাজের নিত্য নূতন প্রয়োজন ও যুগধর্মের দাবীকে

অস্বীকার করেনা। যুগ বিশেষের কোন মানবীয় নেতৃত্ব, প্রজ্ঞা ও সিদ্ধান্তকে চরম ও অকাট্য বলিয়া স্বীকার না করায় এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া ইহার পরিপুষ্টি সাধিত না হওয়ায় আহ্‌লে হাদীস আন্দোলনে কোরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি করিয়া সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের যুগোপযোগী সমাধানের অবকাশ সকল সময়েই রহিয়াছে। প্রচলিত মযহবসমূহের কোন একটিতেও সকল যুগের সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গতানুগতিকতা ও ফির্কবন্দীর প্রভাব অস্বীকার না করা পর্যন্ত ইসলামকে সর্বযুগোপযোগী জীবন-ব্যবস্থারূপে প্রমাণিত করার কোন উপায় নাই। একমাত্র আহ্‌লে হাদীস আন্দোলনই এই রোগের প্রতিষেধক।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

"আল্লাহর একত্ব এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নওবুতের চরমত্ব" এই দুই মহামতবাদকে ভিত্তি করিয়া মুসলিম সমাজের সংহতির গুরুত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অতীতে ও বর্তমানে দল, মত ও ফির্কার উগ্র প্রভাবেই মুসলিম সংহতির এই অত্যাবশ্যক মতবাদ ক্ষুন্ন হইয়াছে। একমাত্র আহ্‌লে হাদীস আন্দোলনই বিশ্বের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মুসলিমকে নবুওতে মোহাম্মদীর এককেন্দ্রিক সাগরতীর্থে সমবেত ও পরস্পর আলিংগনাবদ্ধ হইবার আহ্বান জানাইয়াছে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

আহ্‌লে হাদীস আন্দোলনের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, রাজনীতির ক্ষেত্রেও ইহা দলীয় স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের আহ্বায়ক নয়, ইহা কখনো পৃথক কোন রাজনৈতিক গোঠ গঠন করিতে চায় না। দেশের এবং জাতির বৃহত্তর ও মহত্তর কল্যাণের জন্য সকল প্রকার ন্যায়ানুমোদিত আন্দোলনে মুসলিম জনগণের সহিত মিলিত হইয়া সমাজের অন্য দশজনের ন্যায় কাজ করিয়া যাওয়াই ইহার পরিগৃহীত কর্মপন্থা। এই আন্দোলনের অনুসারীরা আইন

সুতরাং [illegible] বা স্বতন্ত্র আসনের দাবীদার হইতে পারেনা, এমন কি দলগত ভাবে তাহারা নিজেদের স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবীও উপস্থিত করেনা। এই আন্দোলনের অনুসরণকারীগণের জন্য স্বতন্ত্র কোন কলোনী বা উপনিবেশের দাবীদার হইবার উপায় নাই। মুসলিম জনগণের সাধারণ স্বার্থই হইতেছে এই আন্দোলনের অনুসারীগণের স্বার্থ এবং জাতির পতাকাই হইতেছে ইহাদের একমাত্র পতাকা। দেশের সকল প্রকার রাজনীতিকে ইসলামী রূপ প্রদান করা এবং কোরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি করিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়িয়া তোলাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। খিলাফতে রাশিদার আদর্শে ইসলামী রাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবন সাধন আহ্লে হাদীস আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য।

আহলে হাদীস আন্দোলনের পটভূমিকা

ফলকথা, আহ্লে হাদীস নির্দিষ্ট কোন দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণতি করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য ইহার উত্থান হইয়াছে। কিন্তু কোরআন ও হাদীসের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা এবং জাতির পুনর্গঠন ও সংস্কারের কার্য এরূপ সুদৃঢ় ও শাখা প্রশাখা বহুল যে, আহ্লে হাদীস আন্দোলনের কর্মীগণ সকল সময় সমবেতভাবে একই নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। বিগত উনবিংশ শতকে তাঁহাদের একদল ভারত উপমহাদেশে লেখনীর সাহায্যে কোরআন ও সুন্নাহর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এবং ইসলামের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বলিত সহস্র সহস্র গ্রন্থ ও সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও মুহাদ্দিস নওয়াব সৈয়েদ ছিদ্দীক হাসান খান, আল্লামা শামসুল হক আযিমাবাদী, মওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী, মওলানা মোহাম্মদ হোসাইন বাটালভী, মওলানা মহীউদ্দীন লাহোরী, মওলানা বদীউযযামান, মওলানা ওয়াহীদুয্যামান প্রভৃতি বিদ্বানের নাম এই

দলের পুরোভাগে অবস্থিত। নওয়াব সাহেব (রহঃ) এককভাবেই ক্ষুদ্র বৃহৎ পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই দলের তত্বাবধানে 'শুহনাহে হিন্দ', ইশাআতুস্ সুন্নাহ্', 'যিয়াউস সুন্নাহ', 'দিলগুদায', 'পয়ছা আখবার' ও 'কার্জন গেজেট' প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হইয়া ভারত উপমহাদেশে সাংবাদিকতার বীজ উপ্ত করে। উর্দু সাহিত্যকে এই আহ্লে হাদীসগণই ভারত উপমহাদেশে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব মুহসিনুল হক, মওলানা হালী, ডেপুটি নযীর আহমদ, মুমিন খান, শহীদ দেহলভী ও আব্দুল হালিম শরর প্রভৃতির নাম উর্দু গদ্য ও কাব্য সাহিত্যে প্রলয়কাল পর্যন্ত অমর হইয়া রহিবে।

আহ্লে হাদীসগণের আর একটি দল তাঁহাদের সমস্ত জীবন শুধু কোরআন ও হাদীসের অধ্যাপনা কার্যেই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের অক্লান্ত সাধনার ফলেই পাক-ভারত ও বঙ্গ আসামের ঘরে ঘরে রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। শায়খুলকুল আল্লামা সৈয়েদ মোহাম্মদ নযীর হোসাইন দেহলভী, আল্লামা শায়খ হোসাইন বিনে মুহসিন আল আনসারী, আল্লামা বশীর সহসওয়ানী, আল্লামা হাফিয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী প্রভৃতি এই দলের শীর্ষস্থানীয়। আহ্লে হাদীসগণের আর একটি দল শির্ক ও বিদ্আতের প্রতিরোধকল্পে এবং তওহীদ ও সুন্নতের প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনায় আকুল হইয়া কান্দাহার হইতে সিংহল পর্যন্ত এবং নেপালের তরাই হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দরবন পর্যন্ত পথে পথে ঘুড়িয়া কে কোন্ স্থানে যে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করার উপায় নাই। সৈয়েদ হাবিবুল্লাহ কান্দাহারী, সৈয়েদ আব্দুল্লাহ গজনভী, সৈয়েদ আব্দুল্লাহ ঝাও, মওলানা ইব্রাহীম নসীরাবাদী মুহাজিরে মক্কী, মওলানা খাওয়াজা আহমদ নদীয়াভী, মওলানা যিল্লুর রহীম মংগোলকোটি, মওলানা মনসূরুর রহমান ঢাকাভী, মওলানা মীযানুর রহমান সিলহেটী ও

মওলানা আব্দুল হাদী ইছলামাবাদী প্রভৃতির নাম এই দলের অগ্রভাগে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আহ্লে হাদীসগণের অপর একটি দল সংসারের মায়া এবং সুখশান্তির বুকে পদাঘাত করিয়া ভারত উপমহাদেশকে যুগপৎভাবে হিন্দু ও ইংরেজদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া এই দেশে খিলাফতে রাশিদার শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন কল্পে নিষ্কাশিত তলওয়ার হস্তে সক্রিয় সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। আল্লামা ইসমাইল শহীদ দেহলভী, সাদিকপুরের মওলানা বিলায়েত আলী ও মওলানা ইনায়েত আলী ভ্রাতৃযুগল, আল্লামা শাহ ইসহাক দেহলভীর জামাতা মওলানা নসীরুদ্দীন শহীদ, ২৪ পরগনার মওলানা ইব্রাহীম, আফতাব খান শহীদ প্রভৃতি বীর সেনানীর নাম এই দলের অধ্যক্ষরূপে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত রহিবে। ভারত উপমহাদেশকে বিজাতি, বিধর্মী ও বৈদেশিকদের কবল হইতে মুক্ত করার জন্য আহ্লে হাদীসগণ যে সক্রিয় সংগ্রাম অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পরিচালিত করিয়াছিলেন ভারতের সিপাহী-যুদ্ধ ও ওয়াহহাবী বিদ্রোহের কাহিনীর প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাকে তাহা রক্তরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

মোটের উপর শতাব্দীর উর্ধকাল ধরিয়া পাক-ভারতের যে কোন স্থানে যে কোন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, তমদ্দুনিক ও সংস্কারমূলক আন্দোলন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতে আহলে হাদীসগণ হয় কর্ণধার ও পথপ্রদর্শকরূপে নেতৃত্ব করিয়াছেন, আর না হয় কোরআনের বিশ্ববিশ্রুত নীতি 'ন্যায়ের সাহচর্য ও অন্যায়ের প্রতিরোধ'—অনুসারে আহলে হাদীসগণ সেগুলির সহিত সহযোগের হস্ত মিলাইয়া আসিয়াছেন।

সমাপ্ত
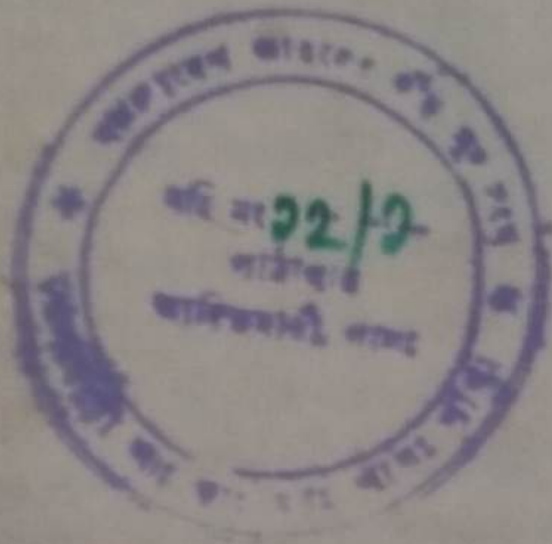
এই দূর্লভ বইটি সংগ্রহ করেছেন;
শাহাদাতুল ইসলাম
দাওয়া ও তাবলীগ সম্পাদক;
বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ।

২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৫